রক রেগ্যে রাস্তা
আর শিকড়ের গান

বব মার্লে

রক রেগ্যে রাস্তা
আর শিকড়ের গান

মনফকিরা
www.monfakira.com

বব মার্লে
রক রেগ্যে রাস্তা আর শিকড়ের গান

ভাষান্তর/ সংকলন/ বিন্যাস
সন্দীপন ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৩

প্রকাশক : মনফকিরা
২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১ নবোদিত, মুকুন্দপুর,
কলকাতা ৭০০ ০৯৯
বইপাড়ায় : ১৬ কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন : ৯১-৮৪২০৯-২৯১১১/ ৯৪৩৩৪-১২৬৮২/ ৯৪৩৩১-২৮৫৫৫
ওয়েবসাইট : www.monfakira.com
ই-মেল : monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.fakira@gmail.com/
monfakirabooks@yahoo.co.in
ব্লগস্পট : http://monfakira.blogspot.com
ফেসবুক : https://www.facebook.com/monfakira2013
গুগল প্লাস : https://plus.google.com/u/0/111119619973026469315/posts
মুদ্রক : জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯
৭০ টাকা

বব মার্লে-র সাতটি সাক্ষাৎকারের বয়ান

রেগ্যে পৃথিবীর আর্ত মানুষের কথা বলে ৯

কিন্তু ঈশ্বর কালো. . . ১৩

গানটা যোগাযোগের একটা রাস্তা ১৮

রাস্তাজন হিশেবেই নিজেকে আমি দেখি ৩০

সুপারস্টার-ফার বানিও না আমায় ৩৪

রাস্তা : কালো মানুষদের জীবনধারা ৪০

রাস্তাই ভবিষ্যৎ ৪৩

বব মার্লে-র কয়েকটি গানের কথা ৪৭

বব মার্লে : সময়রেখা ৬৯

রক রেগ্যে রাস্তা
আর শিকড়ের গান

‘রেগ্যে হচ্ছে অনেক পথের একটা, যদি সে সত্যের কথা বলে। গানটা যোগাযোগের একটা পথ। লোকে এ ভাবে একটা সংযোগ গড়ে তোলে। তারপর সংযোগের কাজটা চলতেই থাকে, জানো। কেউ সত্যটা শোনে, আর-এক জনকে বলে, সে আবার তার পরের জনকে বলে। একটাই লোক যে সবাইকে বলে, তা নয়। কারণ প্রত্যেককে তার পরের জনকে শেখাতে হয়। যেমন তুমি একটা ভালো কিছু শুনলে, হয়তো আর-এক জনকে তা বললে। এ ভাবেই সব চলে।’

রেগ্যে পৃথিবীর আর্ত মানুষের কথা বলে

প্রশ্ন : তোমার মতে রেগ্যে কী? আজকের চেহারায় তার বিকাশ হল কী করে?

ব্ব : ওঃ, রেগ্যে হল এক রকমের সঙ্গীত, যা এসেছে জামাইকা থেকে, বিকশিত হয়েছে জামাইকায়, আর যার সাঙ্গীতিক শিকড় রয়েছে আফ্রিকায়। রেগ্যে পৃথিবীর আর্ত মানুষদের কথা বলে, সেটাই সঙ্গীত, সঙ্গীত চিরকালই তা-ই। আর সেই সঙ্গীতই সেরা, যেখানে বাস্তবের কথা উঠে আসে।

প্রশ্ন : (অর্থাৎ এ হল) আফ্রিকার সাঙ্গীতিক সংস্কৃতি, ক্রীতদাসেরা যা জামাইকায় নিয়ে এসেছিল। তো, তোমার গানে কোন্‌টা বেশি কাজ করে— তার স্মৃতি, না তার ধারাবাহিকতা?

ব্ব : শিকড়টা সেখানেই, তার স্মৃতি সঙ্গীতে আসে। সঙ্গীত হল অনুপ্রেরণা, যা সঙ্গে আসে। ফলে আমি যখন হাতে যন্ত্রটা তুলে নিলাম, গোটা জীবনধারা, তার ঐতিহ্য আমার কাছে উঠে এল, আমি তা দেখতে পেলাম এবং সঙ্গে তার ইতিহাসও এল।

প্রশ্ন : তুমি সম্প্রতি, এই '৭৮-এ আফ্রিকায় গিয়েছিলে, আবার জিম্বাবোয়ের স্বাধীনতা উৎসবেও যোগ দিয়েছিলে। তোমার কাছে এর অর্থ কী? কী শিখলে এর থেকে?

ব্ব : ও মস্ত ব্যাপার. . . আমরা আমন্ত্রিত ছিলাম, জানো তো। অনেক কিছু শিখেছি. . . আফ্রিকা আবার তার পরবর্তী ঘটনার দিকে এগোচ্ছে, আমরা বলি আফ্রিকার দেশগুলো কেন দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে যুদ্ধ করছে, নিয়ন্ত্রণ. . . একটা পরিবর্তন. . .।

. . .

প্রশ্ন : সমকালের আফ্রিকার সঙ্গীত শোনার কি সুযোগ পেয়েছ?

ব্ব : না, ঠিক সঙ্গীত নয়, অনেকটা. . . এক রকম অনুভূতি. . . লোকজন। আফ্রিকান সঙ্গীত তো সব সময়ে আছে আর এ হল সে-ই ছন্দ, যার থেকে আমরা এসেছি।

প্রশ্ন : রেগ্যে সম্ভবত সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী সঙ্গীত-সংস্কৃতি, সে ক্ষেত্রে একজন রেগ্যে সুপারস্টার হিশেবে কী রকম চাপ অনুভব করো?

বব : সত্যি কথা বলি তোমায়, সুপারস্টার-ফার কিছু মনে করি না আমি নিজেকে। সত্যিকারের চাপ যেটা অনুভব করি, সেটা হল, সঙ্গীত তো সত্যি কথাটা বলে. . . আর কোন-কোন সত্য জনগণের কাছে উন্মোচিত হোক গোটা দুনিয়া জুড়ে কোন কর্তৃপক্ষই তা পছন্দ করে না, সে ক্ষেত্রে এই চাপটা আমরা অনুভব করি যে কী করে সত্যি কথাটা বলব, কারণ কারও-কারও কাছে সত্যি বলাটা অন্যায়।

. . .

প্রশ্ন : গত রাতে একটা কনসার্টে তুমি গেয়েছ. . . গ্লাসগোর দর্শক, আমি জানি যে তাদেরও নিজস্ব ব্যাবিলন আছে, তো তোমার গান আর রাস্তাফারি-র সঙ্গে তাদের যুক্ততার বিষয়টা কী ভাবে দেখো।

বব : দেখো, আমি ও-ভাবে দেখি না। শাদা মানুষ, কালো মানুষ, সবাই তো সেই একই পিতা থেকে এসেছে, তাদের পিতা এসেছেন ঈশ্বর থেকে, ঈশ্বরের বীজ, তাঁর প্রেরণা, ফলে আমরা সবাইকে ও-ভাবে দেখি, আমারই অংশ হিশেবে দেখি। তাদের পক্ষে অন্য ভাবে দেখাটা যদি সম্ভব হয় তো হোক, কিন্তু আমরা বুঝি জনগণের ঐক্য. . . আফ্রিকার দেশগুলোর. . . বহু লোক কষ্ট পায় শুধু এ জন্য যে কেউ এ নিয়ে ভাবে না, তবু আমরা জানি যে কিছু-কিছু লোককে অবশ্যই— ।

প্রশ্ন : রেগ্যে-র ভবিষ্যৎ কী?

বব : দেখো, আসল রেগ্যে আছে ঈশ্বরের হাতে, কোন মানুষ তার ভবিষ্যৎ জানে না. . . কিন্তু রেগ্যে রসাতলে যাবে না, কিন্তু জানো, রেগ্যে-র ভবিষ্যতে কী লেখা আছে, বলতে গেলে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হয়. . .।

প্রশ্ন : রেগ্যে-র তাতে কী হবে. . .।

বব : দেখো, আমি এখন ছাত্র, আমি এখন স্টুডিয়োর মধ্যে আছি, আমি এখন সঙ্গীতের ভেতরে ঢুকব. . . গুণমানের দিক থেকে আরও ভালো, আরও স্বাধীনতা, আরও ভালো পরিবেশ. . . বলতে চাইছি, এ-ই হল আসল রাস্তা। বাদবাকি সব স্টুডিয়ো ব্যাবিলন, জানো তো, শুধু আমাদের স্টুডিয়োটা পুরো রাস্তাফারি। যখন তুমি এখানে আসবে, তখন তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বোধ করা উচিত। আর আমরা যে-সঙ্গীত নিয়ে কাজ করি, তারও সেই স্বাধীনতা থাকা উচিত। অথচ এমন জায়গা আছে, তুমি একটা গান রেকর্ড করতে শুরু করেছ সবে, আর তোমায় এসে বলবে যে তুমি স্টুডিয়ো ব্যবহার করতে পারবে না,

তো বন্ধ হয়ে গেল কাজ। আরও নানা জিনিশ আছে, তাই আমাদের স্টুডিয়োটা হল সঙ্গীতের স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য. . .।

প্রশ্ন : জামাইকার সঙ্গীত?

বব : হ্যাঁ. . . বলতে চাইছি আসল জিনিশটা হল পুরোপুরি রাস্তাফারি।

প্রশ্ন : সম্প্রতি ব্রিটেনে আমরা দেখছি স্কা, পুরনো স্কা, তোমার '৬৬-'৬৭-র সঙ্গীত আবার ফিরে আসছে. . . টু-টোন লেবেল এবং ব্যান্ড-ও বাড়ছে, এমনকী দেখছি শ্বেতাঙ্গদের ব্যান্ডও রেগ্যে বাজাচ্ছে— এ বিষয়ে তোমার মত কী?

বব : দেখো, আমি মনে করি, যা কিছু ঘটছে, ঘটছে বিশেষ উদ্দেশ্যে, নতুন কোন উদ্দেশ্যে, এ সবই ঘটছে জনগণের কল্যাণে, ব্যাবিলনের জন্য নয়, ঘটছে জনগণের জন্য। সে জন্যই জনগণকে জানতে হবে যে কোন্‌টা স্কা, কোন্‌টা রকস্টেডি, আর কোন্‌টাই বা রেগ্যে। কারণ রেগ্যে-র বিষয়ে তুমি জানবে কী করে, যদি তুমি রকস্টেডি সম্পর্কে কিছুই না-জানো। এটাই বা কী করে জানবে যে স্কা থেকে রকস্টেডি হয়ে রেগ্যে-তে কী ভাবে সঙ্গীতের পরিবর্তন ঘটল। স্কা সম্পর্কে আমাদের ধারণা হল, এ সঙ্গীত যারা পরিবেশন করে, তারা ঠিক মদ্যপ নয়, ঐ একটু মদ্যপান করে, ফলে একটা সুখী-সুখী বস্তু তৈরি হয়। রকস্টেডিও খানিকটা সে রকম, একটু ব্যাবিলন ধাঁচের, একটু ভাবার অবসর দেয়। রেগ্যে এল এই সব কিছুকে সংমিশ্রণ করে, তোমাকে যা ভাবতে বাধ্য করে. . .।

প্রশ্ন : তোমার ওপর অতীতের সাঙ্গীতিক প্রভাব কেমন?. . . যেমন, ব্রুক বেনটন?

বব : হ্যাঁ, ব্রুক বেনটন শুনি আমরা সাধারণত, সে আমরা সব-ই শুনি। সত্যি বলতে কী, আমার নিজের তো কোন দিন রেকর্ড প্লেয়ার ছিল না, ফলে অন্যেরা যা শোনে, আমিও তার সব-ই শুনেছি. . . জুকবক্সের পাশে দাঁড়িয়ে শুনতাম, রেডিয়ো শুনতাম। আমি তো এমন একটা জায়গায় থাকতাম, যেখানে শুধু একটা বার ছিল, আর তার বাইরে সব সময়ে একটা জুকবক্স থাকত. . . সব সময়ে তাতে কিছু-না-কিছু বাজত, আর আমি শুনতাম. . .।

প্রশ্ন : ব্রুক বেনটন-এর এবং তাঁর মতো সকলের. . .।

বব : ধন্যবাদ জানাতে চাই. . . সকলকে. . .।

প্রশ্ন : যে-সমস্ত রেগ্যে সঙ্গীতকাররা তোমায় প্রভাবিত করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে কী বলবে? যেমন জো হিগস্. . .।

বব : হ্যাঁ, জো হিগস, ঠিক যে তিনি আমায় কিছু জিনিশ শিখিয়েছেন. . . এখনকার সঙ্গীতে স্কা-র প্রভাব আছে. . . আমরা সব সময়ে সঙ্গীত নিয়ে কথা বলি না. . . শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলি. . . কারণ সঙ্গীত, সঙ্গীত বদলে

গেছে, যাকে এখন বলে রিভাইব্রেশন. . . ফলে যে-সঙ্গীতকার, হয়তো একটা অনুভূতি সে সঞ্চার করে, কিন্তু গানটা সকলে মিলে করে। কারণ একটা গানকে তুমি যদি বিলম্বিত লয়ে তৈরি করো, এবং তাকে রেগ্যে-র ঘরানায় ফেলো, তো তা অনেক গভীরতা পায়, একটু দ্রুত লয়ে হলে তা আরও ঠিকঠাক. . .।

প্রশ্ন : তোমার গান এবং তোমার সঙ্গীত তো রাস্তাফারি-র এক ধারাবাহিক ঘোষণাপত্র। এখন গত রাতের যে-শ্রোতা অর্থাৎ গত রাতের শ্বেতাঙ্গ শ্রোতারা সে দিকে কী ভাবে এগোবে? হয়তো তারা এগোতে চায়।

বব : কী ভাবে এগোবে?. . . রাস্তাফারি হল ঈশ্বর, ফলে বলা যায় এই হল সে-ই প্রজন্ম, যারা ঈশ্বরের সন্ধান করছে। ১৯৪৫-এর শ্বেতাঙ্গ শ্রোতা আর এই '৮০-র শ্রোতার দিকে দেখলে একটা পার্থক্য চোখে পড়ে. . . আজকের শ্রোতা গত দিনের শ্রোতার চেয়ে আলাদা. . .।

প্রশ্ন : বাণিজ্যিক রেগ্যে এবং শিকড়ের রেগ্যে-র মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটে গেলে রেগ্যে-র পক্ষে কি সেটা বিপজ্জনক হয়ে পড়বে?

বব : কে কী করছে বা কেন করছে, সে সব বাদ দাও, কারণ রেগ্যে হল চিরকালের. . . কিছু লোক তা ভালোবাসবে. . . যেমন রেডিয়ো স্টেশনগুলো বাণিজ্যিক রেগ্যে-কে বেশি সমর্থন করে, তুমি জানো কী বলতে চাইছি, যেমন সরকার-ও তা পছন্দ করে, এ জিনিশ চলতে দেয় . . . কিন্তু একটা জিনিশের যদি কোন অর্থ না-থাকে, তবে তা জনগণকে বোকা বানিয়ে রাখে. . . ওরা বলে, ঠিক আছে, এ-ই চলুক, ভালো জিনিশ হলে লোককে তা ভাবাবে, এই আর কী. . . কিন্তু রেডিয়ো স্টেশন যা বাজায়, তার একটা অর্থ তো আছেই, লোকে বোকা হয়ে থেকে যায়, কোন কিছু ভাবে না, এটা খারাপ। আবার প্রযোজক যারা এ জিনিশ তৈরি করে, তাদেরও টাকা হয়, বেশ ভালো থাকে তারা. . . কিন্তু জানো, শেষ পর্যন্ত জয় সত্যেরই হবে. . .।

সাক্ষাৎকারের বয়ান, গ্লাসগো, ১৯৮০, সাক্ষাৎকারীর নাম অজানা

কিন্তু ঈশ্বর কালো. . .

জেফ কাথ্রো : হ্যেল সেলাসি (রাস্তাফারি)-কে কেন ঈশ্বর বলে মনে করো?

বব মার্লে : কারণ বাইবেল বলেছে তিনি রাজাদের রাজা। হ্যাঁ, ভাবো। বাইবেলটা ছুঁড়ে দাও তো (বব রিভিলেশনস ১৭:১৪ থেকে আওড়াতে থাকে) 'এরা ভেড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং ভেড়া তাদের হারিয়ে দেবে, কারণ সে রাজাদের রাজা. . .।' রাজাদের রাজা, তেমন একজনকেই আমি জানি।

জেফ : তিনি এখন কোথায় আছেন?

বব : কী? কী বলতে চাইছ তুমি— কোথায় আছেন? তোমার চেতনায়। তোমার চেতনায় আছেন। বরাবর আমি ওখানেই থাকি— বুঝেছ? প্রত্যেক মানুষই, দেখবে নারী থেকে জন্মায়— রক্তাক্ত, মা তাকে পরিষ্কার করেন, দুধ খাওয়ান তাকে, বড় করেন। বড় হয়ে সে স্কুলে যায়— শ্বেতাঙ্গদের শিক্ষা পায়, তারপর সে খিস্তি দিতে শেখে। সে জন্যই তুমি আমায় জিগ্যেশ করছ যে তিনি কোথায় আছেন? কারণ তুমি কিছুই বোঝো না।. . . আমি তোমার প্রশ্নটা বুঝেছি, কারণ এ প্রশ্ন বার-বারই করা হয় আমায়। কিন্তু আমি তোমায় জিগ্যেশ করি, পুঁজিবাদ কে সৃষ্টি করেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে-ব্যবস্থার মধ্যে তুমি আছ? কে তা সৃষ্টি করেছে? সে কি বেঁচে আছে এখনও? অনেক কাল আগেই মারা গেছে সে, কিন্তু তার ব্যবস্থাটা দিব্যি বেঁচে আছে। তুমি যদি ভাবো যে পরম প্রভু মারা গেছেন, তবু সে-ই সত্য বেঁচে আছে। পরম প্রভু মারা যেতে পারেন না।. . . এই একমাত্র চেতনা, যার সঙ্গে আমি ঘর করি।

জেফ : এই মতাদর্শ বা চিন্তাধারা তুমি ছড়াবে কী ভাবে?

বব : বাইবেলই আসল জিনিশ। প্রত্যেকের বাইবেল আছে, সে যে-জাতিই হোক। চায়না টাউনে যাও, দেখো যে তাদের বাইবেল আছে। তুমি তা পড়তে পারবে না, কেননা তা চিনা ভাষায় লেখা।. . . আর বাইবেল বলেছে, 'রাজাদের রাজা, আলফা আর ওমেগা।' কে আলফা-ওমেগা?'

জেফ : ঈশ্বর।

বব : হ্যাঁ, কিন্তু তুমি জানো না যে পরম প্রভুই আলফা-ওমেগা। শোনো, ইথিওপিয়ানরাই তাদের দেশে তাদের রাজার বিষয়ে জানে না। কারণ পরম প্রভু ইতিমধ্যে মারা গেছেন। যারা তাঁকে জানতেন, তাঁরাও কেউ বলেননি যে তিনি ঈশ্বর। কারণ সেটা বলা সহজ ছিল না।

জেফ : 'রাস্তাফারি' মানে কী?

বব : 'রাস্তা' মানে মুখ্য, 'ফারি' মানে স্রষ্টা। রাস্তাফারি মানে মুখ্য স্রষ্টা। স্বাভাবিক ভাবেই মুখ্য স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর। কোন মানুষই এর পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না. . .।

জেফ : রাস্তাফারিয়ানিজম কী, সেটা কাউকে পরিষ্কার ভাবে, সরল ভাবে বলতে হবে কিন্তু. . .।

বব : আমার সরল কথা হল, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। পাশের লোকটা কী বলল, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। তিনি এসেছেন রাজাদের রাজা হয়ে এবং সেই পৃথিবীকে ফিরিয়ে এনেছেন, ইস্রায়েল যা কখনও চায় না, যার নাম কালো আফ্রিকা। হ্যেল সেলাসি হলেন ঈশ্বর, সে তারা পছন্দ করুক আর না-করুক। আর ওরা বরাবর যন্ত্রণা পাবে আর মরবে, যত দিন না এই উপলব্ধিতে পৌঁছবে যে এ ভাবেই সব এগোবে. . .।

জেফ : বেশ, বাইবেলে স-ব লেখা আছ। তা, বাইবেল কে লিখেছে?

বব : বাইবেল হল আবিসিনীয়দের বই, কিন্তু আমি এখন বলব যে তা শ্বেতাঙ্গরা লিখেছে।

জেফ : শ্বেতাঙ্গরা যদি লিখে থাকে তো তারা তা অস্বীকার করছে কেন?

বব : . . . কারণ এ সবই হল আফ্রিকার ইতিহাস, জানো? বাইবেল হল আফ্রিকার ইতিহাস। আন্তর্জাতিক বিশ্ব-ইতিহাসও বটে, কিন্তু আফ্রিকার ইতিহাস। যেমন ধরো, যিশু খ্রিস্টকে তারা দেখিয়েছে শ্বেতাঙ্গ বলে। শ্বেতাঙ্গরা দেখিয়েছে। কিন্তু এটা ভুল— তারা শ্বেতাঙ্গ ঈশ্বর চেয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর কালো. . .।

. . .

জেফ : এ কথা সারা আফ্রিকায় ছড়িয়ে দিচ্ছ না কেন? জামাইকায় কি এমনই বলছ?

বব : 'সময়ের আগে এ সব কেউ ছড়াতে পারে না। ঠিক লোকের ওপর এ সব নির্ভর করে। এ নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে. . .।'

জেফ : কে বলেছে এ কথা?

বব : আমি, আমি বলেছি এ কথা। আমরা যা করছি, ঠিক-ই করছি।

জেফ : তুমি কি নিজেকে ঈশ্বর রূপে দেখো?

বব : ঈশ্বরের সন্তান রূপে। আমরা সবাই তাঁর সন্তান। আসল কথা হল, সত্যে এবং বাস্তবে, কেউই তাঁর নিজের জীবনকে সে অর্থে লালন করতে পারে না, এবং তাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে না। তা হলে এ সব কথা বলার অর্থ কী? কারও কিছু করার অধিকার নেই। আমরা জানি যে হ্যেল সেলাসি ঈশ্বর, তিনিই এই বেচারি পৃথিবীকে বাঁচাচ্ছেন, জনগণকে বাঁচাচ্ছেন। তিনি না-থাকলে রাস্তাফারি-র কথা কেউ জানত? কেউ জানত না।. . .

জেফ : তুমি কি মনে করো একদিন রাস্তাজনরা সবাই জামাইকা থেকে ইথিওপিয়ায় চলে যাবে? যখন শান্তি ফিরে আসবে?

বব : আমরা আফ্রিকায় যাব, ইথিওপিয়া সম্পর্কে জানি না, স্রেফ আফ্রিকায় চলে যাব আমরা। এটা হবেই। লোকে বড় বেশি কিছু চায়, নিজেদের ভূমি চায়, আরও এটা-সেটা চায়— সব বাজে। একই বায়ুমণ্ডলে তো তারা থাকে, বায়ুমণ্ডল ছাড়া কেউ বাঁচবে না। একই সূর্য তাদের ঘিরে আছে, তবু তারা পৃথিবীকে ভাগ করতে চায়। বুঝতে পারছ, কী বলছি?

জেফ : জামাইকার সরকার কী রকম?

বব : ইথিওপিয়া-র মতো সমাজতন্ত্রী।. . . জামাইকাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি, রাস্তা নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা সেটা চাই না। সত্যিই চাই না, কারণ ওরা শুধু টাকা ভালোবাসে। আমরা সত্যিই ওদের কাছ থেকে তা নিতে চাই না, জানো?. . . কিন্তু রাস্তা-ই জামাইকাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

জেফ : জামাইকার রাস্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর (মাইকেল ম্যানলে) সম্পর্ক ভালো? একই মতাদর্শ তাঁদের?

বব : না হে, মাইকেল ম্যানলে মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট-সোশ্যালিস্ট। আর রাস্তা রাজতন্ত্রী। ভাবো।

জেফ : ম্যানলে-কে কি ক্ষমতাচ্যুত করা হবে?

বব : আমি জানি না, বাবা।

জেফ : ম্যানলে-র যদি কিছু হয়, জামাইকার কী হবে?

বব : যা হবে, ভালোই হবে।

. . .

জেফ : তোমার গান তো এ দেশে খুব একটা ছড়ানো হয়নি, রেডিয়োতেও রেগ্যে খুব একটা বাজানো হয় না। এ ব্যাপারে তুমি কি কিছু করতে পারো?

বব : জামাইকা, যেখান থেকে আমরা এসেছি, সেখানেও তো এ গান খুব বাজানো হয় না।

জেফ : তা হলে তোমার গান কী ভাবে ছড়াতে পারে!

বব : লোকে ছড়াবে। ওরা তো গাঁজারও বিজ্ঞাপন করে না, কিন্তু লোকে তো খায়। যত দিন গান সঠিক জিনিশটা করে যাবে, ওরা তা থামাতে পারবে না।

জেফ : বব, কখনও রাশিয়ায় গান গেয়েছ?

বব : আমি রাশিয়ায় গান গাইতে চাই না। ইথিওপিয়া যখন আবার ঠিকঠাক চলবে, একমাত্র তখনই ওখানে গাইব। (এ সময়ে বব এমন এক আগেবতীব্রতায় পৌঁছন, মঞ্চের বাইরে সচরাচর যা দেখা যায় না, এবং তিনি ফুঁসতে থাকেন) এখন যদি ইথিওপিয়ায় যাও এবং 'রাস্তাফারি'র কথা বলো, তবে বুঝতে পারবে। লোকে বলবে— 'যাও, ফিরে যাও। সেলাসি নয়। মারো তাকে, পুড়িয়ে দাও। মারো রাস্তাফারিকে, খুন করো।' রক্তখেকো লোক সব। যত বদমাশ। গোটা ইথিওপিয়ায় বলে, পোড়াও সেলাসি-কে! ওরা জানে না, কী পাপ ওরা করছে, ভীষণ পাপ! মহামান্যের সংসদে বাদবাকি সব লোক তো বিশ্বাসঘাতক। তারাই গোটা জিনিশটা ঘটাচ্ছে, আর দেখো, কালো মানুষরা কী ভাবে তাদের মর্যাদা হারাচ্ছে।. . . কী মর্যাদা এই ইথিওপিয়ানদের আছে? কিছু নেই— এক বস্তা বিষ্ঠার সমান! এটা কোন যুদ্ধ নয়— এ হল আত্মোৎসর্গ। লোকে এত বোকা! সমস্যাটা সমাধানের চেষ্টাও করছে না, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাকে ব্যবহার করছে। ওরা বলছে, 'আমরা টেলিভিশন চাই। টেলিফোন চাই!' ব্লা-ব্লা! বুম-বুম! এ ভয়ানক ব্যাপার : ভয়ানক, ভয়ানক ব্যাপার. . .।

(এখানে মনে পড়ে আর-এক ভয়ানক ঘটনার কথা— ১৯৭৬-এর ডিসেম্বরে মার্লে এবং তাঁর পরিবারকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। মহড়া চলার সময় সাব-মেশিনগান হাতে এক গাড়ি লোক বব-এর বাড়িতে চড়াও হয় এবং মার্লে, তাঁর স্ত্রী আর এক বন্ধুকে গুলি করে। বব-এর ম্যানেজার ডন টেলর-কে মিয়ামি হাসপাতালে উড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়, কিছু দিন খুবই সংকটের মধ্যে কাটে তাঁর। কিন্তু বব ও রিটা আঘাতটা সামলে তিন দিনের মধ্যে এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন, আর ৫০,০০০ জামাইকান সে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।)

বব-কে জিগ্যেস করলাম সংকটটা কি কেটে গেছে এখন, জামাইকায় এখন কি নিজেকে নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে?

নিচু গলায় বব উত্তর দিল— এখন নিরাপদ। যখন ভাবি ঈশ্বর যদি আমার ভাগ্য লিখে রেখে থাকেন (যে, একটা লোক আমায় গুলি করে মারবে), তো তার থেকে কী ভাবে কেউ পালাবে? তো, আমি জীবনের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়ায় এসেছি— আমি কাউকে বা কোন কিছুকেই ভয় পাই না। যা ঘটার, তা ঘটবে। তুমি তা থামাতে পারবে না। দেখো না, এই যারা পারমাণবিক শক্তির

ব্যবসায় নেমেছে— আমি জানি, যদি ঈশ্বর চান যে এখানে গ্রীষ্ম নেমে আসুক, তো সব কিছুতে আগুন ধরে যাবে। সূর্য গোটা জায়গাটায় আগুন ধরিয়ে দেবে! কিছু লোক সে গরম সহ্য করতে পারবে না, তারা মরে যাবে। আর তুমি জানো যে, ঈশ্বর যদি চান তো গরম কমবে না। রাত্রি নেমে আসবে, অন্ধকার হয়ে যাবে, দিনের বেলার চেয়েও গরম হয়ে উঠবে সব। রক্ত জমে যাবে। ভূমিকম্প হবে. . . সব দুলে উঠবে। তার পর বৃষ্টি হবে, কাদায় ভরে যাবে— হাঃ হাঃ! মস্ত এক আবর্জনার স্তূপ।

বব-এর হাসি থামলে এলিয়াস তাকে জিগ্যেশ করে এত যে গাঁজা খায় সে, তো এ সম্পর্কে তার ভাবনাটা কী।

বব : গাঁজা মানে গাঁজা। গাঁজা নিজেকে খুঁজে পেতে শেখায়, হে। আর নিজেকে খুঁজে পেলে মহামান্য ঈশ্বরকেও পাবে।

জেফ : গাঁজা আগে, না রাস্তাফারি?

বব : এ বলা যায় না। যেন জিগ্যেশ করছ, জীবন আগে, না শ্বাসপ্রশ্বাস? বায়ুমণ্ডল ছাড়া তুমি বাঁচতে পারবে না, কিন্তু তা তো তোমারই একটা অংশ, বুঝলে? কিন্তু সত্যিই যা আগে আসে, তা হল রাস্তাফারি, গাঁজা তার পরে, খাদ্য খেতে শুরু করার পরে. . .।

একটু পরে আমরা বেরোনোর উদ্যেগ করি. . . বব বলে, গত রাতে অনেক ক্ষণ জেগে ছিল সে, পরের দিনও প্রচুর কাজ আছে তার— (বার্কলে-র গ্রিক থিয়েটারে তার গানের অনুষ্ঠানে ইতিমধ্যে সব আসন ভর্তি হয়ে গেছে।) বিদায় জানিয়ে তাকে বলি, 'খুব পরিশ্রম করো তুমি।' 'তা করি', বব বলে, 'কথা বলাটাও খুব পরিশ্রমের, জানো। সারা দিন, সারা দিন ধরে কথা বলা খুব কঠিন। কথা বলা আর গান গাওয়া কিছু সহজ কাজ নয়। কথা বলতেই অর্ধেক দম বেরিয়ে যায়।'

জেফ কাথ্রো-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বয়ান, সান ফ্রান্সিসকো, জুলাই ১৯৭৮